অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

১২ মে ২০১০
নং নিকস/পৌর-১/সিঃক ঃ পরিঃ/১(১)/২০০৮/৬১ তারিখ ঃ ------------------
২৯ বৈখাখ ১৪১৭

প্রেরক ঃ **সৈয়দ মোঃ খুরশিদ আনোয়ার**
উপ সচিব (পৌর)

প্রাপক ঃ **বেগম জেসমিন টুলী, উপ-সচিব**
এবং
রিটার্নিং অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১০

পরিপত্র -২

বিষয় ঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঃ মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রস্তাবক-সমর্থকের যোগ্যতা, জামানত, মনোনয়নপত্র বাছাই, আপীল, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ইত্যাদি প্রসংগে

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে আমি নির্দেশিত হইয়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রস্তাবক-সমর্থকের যোগ্যতা, মনোনয়নপত্র দাখিল, জামানত, মনোনয়নপত্র বাছাই, আপীল, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও নির্বাচনের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে বিধানাবলী নিম্নে উল্লেখ করিলাম ঃ

০২। **মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা-অযোগ্যতা** ঃ মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়ে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজের সুবিধার্থে আইনের উদ্ধৃতাংশ ইতিপূর্বে আপনার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে যা অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে।

০৩। **প্রস্তাবক-সমর্থকের যোগ্যতা** ঃ (১) মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের অন্য কোন ভোটার, আইনের ধারা ৯(১) এর অধীন মেয়র নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) আইনের ধারা ৯(১) এর অধীন কাউন্সিলররূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে-

(ক) আইনের ধারা ৫(১) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য ধারা ৩০ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন;

(খ) আইনের ধারা ৫(১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর পদের জন্য ধারা ২৭ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতেন বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন;

০৪। **মনোনয়নপত্র** ঃ আইনের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র—

(ক) মেয়র নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক', সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' এ দাখিল করিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে; এবং

(গ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(অ) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমা প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ ট্রেজারী চালান বা পে-অর্ডার বা কোন তফসিলী ব্যাংকের রসিদ;

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৯(২) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নহেন মর্মে তাহার স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র;

(ই) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকিবে যে, তাহাদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই; এবং

(ঈ) মেয়র বা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক প্রার্থী তাহার মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত ফরমে শপথপূর্বক হলফনামা দাখিল করিতে হইবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকিবে ঃ-

(১) তাহার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(২) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;

(৩) তাহার বিরুদ্ধে অতীতে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকিলে উহার রায় কি ছিল;

(৪) তাহার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(৫) তাহার আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ;

(৬) তাহার নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায় এর বিবরণী; এবং

(৭) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তদকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তাহার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ।

(৪) কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসাবে অথবা সমর্থনকারী হিসাবে মেয়র অথবা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করিবেন না এবং যদি কোন ভোটার অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এইরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক ২০ মে ২০১০ তারিখে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন।

(৬) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনী এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৭) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করিলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(৮) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

(৯) রিটার্নিং অফিসার তদকর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে উহাতে বর্ণিত প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর নাম ও ভোটার নম্বর ফরম-'গ' অনুসারে প্রস্তুত করিয়া তাহার কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন কোন স্থানে টাংগাইয়া দিবেন।

০৫। **জামানত** ঃ (১) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিটি মনোনয়নপত্রের সহিত, অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ ভোটার সম্বলিত নির্বাচনী এলাকার জন্য ২০ (বিশ) হাজার টাকা , ৫ (পাঁচ) লক্ষ এক হইতে ১০ (দশ) লক্ষ ভোটার সম্বলিত নির্বাচনী এলাকার জন্য ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা, ১০ (দশ) লক্ষ এক হইতে ২০ (বিশ) লক্ষ ভোটার সম্বলিত নির্বাচনী এলাকার জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং ২০ (বিশ) লক্ষ এক ও তদুর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত নির্বাচনী এলাকার জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান বা পে-অর্ডার বা কোন তফসিলী ব্যাংকের রসিদ জমা দিতে হইবে;

(২) কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিটি মনোনয়নপত্রের সহিত, অনধিক ১৫ (পনের) হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের জন্য ১০ (দশ) হাজার টাকা, ১৫ (পনের) হাজার এক হইতে ৩০ (ত্রিশ) হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের জন্য ২০ (বিশ) হাজার টাকা, ৩০ (ত্রিশ) হাজার এক হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের জন্য ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা এবং ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এক ও তদূর্ধব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান বা পে-অর্ডার বা কোন তফসিলি ব্যাংকের রসিদ জমা দিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হইলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেওয়া না হইলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীন জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' তে বিধৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হইলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) রিটার্নিং অফিসার বা কোন প্রার্থী কর্তৃক টাকা জমাদানের খাত হইল "৬/০৬০১/০০০০/৮৪৭৩"।

০৬। **মনোনয়নপত্র বাছাই** ঃ (১) প্রার্থীগণ, তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করিবার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তাঁহার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটানিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে, অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-বিধি (২) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তদ্‌বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,-

(ক) প্রার্থী মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন;

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করিবার যোগ্য নহেন;

(গ) বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই;

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নহে;

(ঙ) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (গ) এর অধীন হলফনামা দাখিল করা হয় নাই, বা দাখিলকৃত হলফনামায় অসত্য তথ্য প্রদান করা হইয়াছে, বা হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্যের সমর্থনে যথাযথ সার্টিফিকেট, দলিল, ইত্যাদি দাখিল করা হয় নাইঃ

তবে শর্ত থাকে যে,-

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করিবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নহে এইরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করিবার জন্য সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করিবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, একজন প্রার্থীর অনুকূলে একটি মনোনয়নপত্র গৃহীত হইলে, সেই প্রার্থীর অনুকূলে দাখিলকৃত অন্যান্য মনোনয়নপত্রগুলিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, যেমন- "যেহেতু প্রার্থীর অনুকূলে দাখিলকৃত একাধিক মনোনয়নপত্রের মধ্যে একটি মনোনয়নপত্র গৃহীত হইয়াছে সেহেতু এ মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।"

০৭। **আপীল** ঃ (১) বিধি ১৪ (৩) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে উক্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে উপ-বিধি (৩) এর অধীন আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা, বিধি ১৪(৪) এর অধীন মনোনয়নপত্র গ্রহণ সম্পর্কে প্রদত্ত রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত প্রার্থী বা কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন একজন সরকারী কর্মকর্তাকে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিবে এবং বিধি ১০ (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারীর সময় উক্ত নিয়োগ সম্পর্কে সরকারী গেজেট প্রকাশ করিবে।

(৪) মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল, সরাসরি অথবা যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, উহা দায়েরের তারিখ হইতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করিতে হইবে এবং অনুরূপ আপীলের ক্ষেত্রে আপীলকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

০৮। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ** ঃ রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবেন।

(২) বিধি ১৫ এর অধীন যদি কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা ফরম "ঘ" তে প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন এবং একটি তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করিবেন।

০৯। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার** ঃ (১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী তদকর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন বা উহার পূর্বে , রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কোন প্রতিনিধি মারফত দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিশ কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রত্যাহারের কোন নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশে প্রদত্ত দস্তখত প্রার্থীর, তাহা হইলে তিনি নোটিশের একটি কপি তাহার অফিসের সহজে দৃষ্টি গোচরে আসে এমন কোন স্থানে টাঙ্গাইয়া দিবেন।

১০। **ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু** ঃ ভোট গ্রহণের পূর্বে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মৃত্যু হইলে ভোট গ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

১১। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন** ঃ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা সংরক্ষিত বা সাধারণ আসনের কোন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনে বিধি ১৪ এর অধীন বাছাইয়ের পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী অথবা বিধি ১৭ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কেবলমাত্র একজন হইলে রিটার্নিং অফিসার বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং কমিশনের নিকট ফরম "ঙ" তে একটি বিবরণী প্রেরণ করিবেন এবং তাহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে উহার কপি টাঙ্গাইয়া দিবেন।

১২। **প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নির্বাচন** ঃ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা সংরক্ষিত আসনের কোন ওয়ার্ডের বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে উক্ত পদের জন্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে।

১৩। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ** ঃ (১) প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার ফরম 'চ'-তে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগরের নাম মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত ঠিকানা এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) (ঘ) এর অধীন নির্ধারিত ভোট গ্রহণের তারিখের অন্ততঃ দশ দিন পূর্বে প্রস্তুতকৃত তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি কর্পোরেশনের কার্যালয়ে অথবা নিম্ন বর্ণিত স্থানে প্রকাশ করিবেন, যথা ঃ-

(ক) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নগরীর প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে; এবং

(খ) কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে।

(২) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের পরবর্তী দিনে, নির্বাচন কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টকে ফরম 'চ'-তে প্রকাশিত তালিকার একটি কপি সরবারহ করিবেন। উল্লেখ্য যে যদি কর্পোরেশনের মেয়র বা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে একাধিক প্রার্থীর নাম এক হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পিতার নাম 'চ' ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৪। **মনোনয়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলী সরবরাহ** ঃ মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যাবলী আপনার নিকট হইতে টেলিফোনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হইবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তথ্যাবলী ০২-৮১২ ৩৬ ৫৮ নম্বর টেলিফোনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে গ্রহণ করা হইবে।

১৫। **একই সংগে মেয়র ও কাউন্সিলরের নির্বাচন অনুষ্ঠান** ঃ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ভোটগ্রহণের নির্ধারিত তারিখে একই সংগে মেয়র এবং কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৬। **ভোট গ্রহণের সময়সূচী** ঃ রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময়সূচী নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সুচী সম্পর্কে, তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, জনসাধারণকে অবহিত করিবেন। এই প্রসংগে আপনার অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, **ভোটগ্রহণ আগামী ১৭ জুন ২০১০ তারিখে সকাল ৮.০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতীহীনভাবে অনুষ্ঠিত হইবে**। তদনুযায়ী আপনি ভোটগ্রহণের সময় উল্লেখ করিয়া আপনার বিবেচনামতে উপযুক্ত পদ্ধতিতে জনসাধারণের জ্ঞতার্থে নোটিশ জারী করিবেন।

১৭। এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত

সংলগ্নী ঃ উপরে বর্ণিত

(সৈয়দ মোঃ খুরশিদ আনোয়ার)
উপ সচিব (পৌর)
ফোন ঃ ৮১১ ৬০ ২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বংগভবন, ঢাকা
৪. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/ অর্থ মন্ত্রণালয়/ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়/ তথ্য মন্ত্রণালয়/ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৬. মহা-পুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা
৭. মহা-পরিচালক, বি,ডি,আর, পিলখানা, ঢাকা

৮. মহা-পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা
৯. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও আপীল কর্তৃপক্ষ
১০. যুগ্ম-সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম
১২. উপ-সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. উপ-সচিব (নির্বাচন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. পরিচালক, নির্বাচনী প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৫. পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
১৬. উপ-নির্বাচন কমিশনার, চট্টগ্রাম
১৭. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৮. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারদ্বয় ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা *(মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারদ্বয় ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)*
১৯. জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২০. থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট থানা)
২২. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রকল্পসমূহের সকল কর্মকর্তা।

(মোঃ আবদুল বাতেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (পৌর-১)
ফোন ঃ ৮১২ ৩৬ ৫৮